

Presented by **BAIO – LEARN TOGETHER**

ইতিহাসের ধারণা

ইতিহাস - কেন, কোথায় এবং কীভাবে



TARGET TET 2026-27

CTET, WB TET, JTET





ইতিহাসের ধারণা

ইতিহাস - কেন, কোথায় এবং কীভাবে।

ইতিহাসের ধারণা (ইতিহাস - কেন, কোথায় এবং কীভাবে)

বিভাগ ১: ইতিহাসের সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও প্রকৃতি (Definition, Origin and Nature of History)

১.১ ইতিহাসের উৎপত্তি ও অর্থ (Origin and Meaning of History) ইতিহাস শব্দটি এসেছে 'ঐতিহ্য' শব্দ থেকে।

শব্দের উৎস (Source)	মূল শব্দ (Root Word)	অর্থ (Meaning)
বাংলা (Bengali)	ঐতিহ্য	অতীতে যা ঘটেছে।
ইংরেজি (English)	History	লাতিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রিক শব্দ 'Historia' অর্থাৎ 'সম্মত অনুসন্ধান' (Careful Inquiry) থেকে উৎপত্তি।

- ইতিহাসের জনক (Father of History): গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) সর্বপ্রথম 'History' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়।

১.২ ইতিহাসের সংজ্ঞা ও স্বরূপ (Definition and Nature of History)

- ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon): তাঁর মতে, ইতিহাস পাঠ মানুষকে জ্ঞানী করে তোলে ("History makes man wise")।
- জে. বি. বিউরি (J.B. Bury): তিনি ইতিহাসকে বিজ্ঞানের সমকক্ষ মনে করতেন। তাঁর কথায়, "History is a science, no less and no more" (ইতিহাস একটি বিজ্ঞান, তার বেশিও নয়, কমও নয়)।
- ই. এইচ. কার (E.H. Carr): তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'What is History'-তে তিনি বলেছেন, "It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present" (ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন মিথস্ক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে অন্তর্নিহিত কথোপকথন)।
- কার্ল মার্কস (Karl Marx): তাঁর মতে, মানবসমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস (History of Class Struggle)।

১.৩ ইতিহাসের সংজ্ঞা সম্পর্কে অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতবাদ

দৃষ্টিভঙ্গি (Perspective)	ঐতিহাসিক (Historian)	বক্তব্য (Statement/Idea)
ধর্ম ও নৈতিকতা (Religion and Morality)	লাইবনিৎস ও লেকি	ইতিহাসের মূল ভিত্তি ধর্ম বা ধর্মসংযুক্ত নীতিবোধ। নৈতিক বিপ্লবই ইতিহাসে বড় বিপ্লবের উদ্ভব ঘটাতে পারে (লেকির মতে)।
ব্যক্তিত্বের পূজাবাদ (Personality Cult)	টমাস কার্লাইল	মানুষের অর্জিত সাফল্যের মূলে রয়েছে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের মহান কার্যকলাপ।
	আর. ডবলিউ. এমার্সন	"There is properly no history but only biography" (ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তা কেবল ব্যক্তির জীবনী)।
নেতিবাচক/নৈরাশ্যজনক (Pessimistic)	ভলতেয়ার (Voltaire)	"History is just the portrayal of crimes and fortunes" (ইতিহাস কেবল ধারাবাহিক অপরাধ ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী)।
	গিবন (Gibbon)	ইতিহাস হল মানব জাতির দুর্ভাগ্য, মূর্খতা ও অপরাধের নথিবদ্ধ বিবরণী।





	জেমস জয়েস	"History is a nightmare from which I am trying to awaken" (ইতিহাস এক দুঃস্বপ্ন)।
--	------------	--

বিভাগ ২: ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন (Historiography and Change in Perspectives)

২.১ ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগের প্রভাব (Impact of the Age of Enlightenment)

- ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তির যুগে (Age of Enlightenment) আধুনিক ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটে।
- প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক ইতিহাসচর্চা প্রণালী ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চা বিকশিত হতে থাকে।
- ভলতেয়ার ও রবার্টসনের নেতৃত্বে ইতিহাস ধর্ম ও সাহিত্যের মোড়ক থেকে মুক্ত হয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর প্রকৃত ইতিহাসে পরিণত হয়।
- ইতিহাসের বিষয়বস্তু রাজা-রাজড়াদের কাহিনী থেকে পরিবর্তিত হয়ে মানব সমাজের অগ্রগতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কাহিনী হয়ে ওঠে।

২.২ উনিশ ও বিশ শতকে ইতিহাসচর্চার বিশেষত্ব (Objectivity বনাম Subjectivity)

দৃষ্টিভঙ্গি (Approach)	মূল কথা (Core Idea)	প্রবক্তা ও বক্তব্য (Proponent & Statement)
Objectivity (বস্তুগত)	ঐতিহাসিককে কেবল পরীক্ষিত সত্য তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। তথ্যের কঠোর উপস্থাপনা ইতিহাসের প্রধান কাজ।	জার্মান ঐতিহাসিক র্যাঙ্কে (Leopold von Ranke): তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, 'আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো'। তিনি বলেন, "The strict presentation of facts is the supreme law of historical writing" (একনিষ্ঠভাবে সত্যতার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের উপস্থাপনা করা)। তিনি মৌলিক উপাদানগুলির সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে জোর দেন।
Subjectivity (মনোময়/ব্যাখ্যানির্ভর)	ইতিহাসের চূড়ান্ত লক্ষ্য নিছক সত্য ঘটনা পরিবেশন নয়, বরং তার মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা।	ইতালির বেনেদেত্তো ক্রোচে (Benedetto Croce): তিনি ঘোষণা করেন, "All history is contemporary history" (সব ইতিহাসই 'সমসাময়িক ইতিহাস')। ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, মূল্যায়ন।
		কার্ল বেকার (Carl Becker): "The facts of history do not exist for any historian till he creates them" (ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি তা সৃষ্টি করেন)।
		আর. জি. কলিংউড (R.G. Collingwood): "History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian" (ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মনে অতীত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরভিনয়)। তাঁর কাছে 'সব ইতিহাসই চিন্তার ইতিহাস'। তিনি শুধু তথ্য আহরণকারীকে 'ব্যর্থ' ঐতিহাসিক মনে করেন।

২.৩ E.H. Carr-এর সমন্বয়ী ধারণা (Reconciling Concept of E.H. Carr) ই. এইচ. কার তথ্যের চেয়ে ব্যাখ্যাকে ইতিহাসের মূল উপাদান হিসেবে মেনে নিলেও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বা সত্যতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আদর্শকে পরিত্যাগ না করার কথা বলেছেন।

- ঐতিহাসিক ও তথ্যের সম্পর্ক: ঐতিহাসিক তাঁর তথ্যের বিনীত দাস বা অত্যাচারী প্রভু কোনটিই নন। তাদের সম্পর্ক সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক।
- ইতিহাসের সংজ্ঞা: কারের মতে, "It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the past and the present" (ইতিহাস হলো ঐতিহাসিক ও তার





৩/ ইতিহাসের ধারণা

©BAIO - Learn Together

সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে এক অন্তর্হীন দেওয়া নেওয়া বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রক্রিয়া এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন সংলাপ)।

- তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক অসহায় ও ব্যর্থ। ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যের মৃত ও অর্থহীন।

বিভাগ ৩: ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা ও যুক্তি (Necessity and Logic of Knowing History)

৩.১ কেন ইতিহাস পড়তে হবে? (কারণ ও ফলাফল) ইতিহাস শুধু রাজা-সম্রাটদের নাম, সাল-তারিখ বা যুদ্ধের বর্ণনা নয়। ইতিহাস পড়ার প্রধান কারণগুলি নিচে তুলে ধরা হলো:

- **বর্তমানকে বোঝা:** বর্তমান কেমন হবে, তা অতীত থেকেই ঠিক হয়ে যায়। বর্তমানের নানা কাজের যুক্তি খুঁজে বার করা হয় অতীত থেকে।
- **কারণ ও ফলাফল:** বছরের পর বছর ঘটা নানান ঘটনার এবং অনেক লোকের অনেক কাজকর্মের কারণ এবং ফলাফল বোঝার চেষ্টা করাই ইতিহাস জানা।
- **দোষ চাপানো বা অধিকার প্রতিষ্ঠা:** ইতিহাস ঘেঁটে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় বা দোষ চাপানোও যায় (যেমন কেনেডি ও গ্যাংলোনার গল্পে দেখানো হয়েছে, পূর্বপুরুষের কাজের ফল ভোগ করা বা তা খণ্ডন করা)।
- **সাম্রাজ্যবাদী যুক্তির মোকাবিলা:** ব্রিটিশরা যখন ভারতীয়দের 'অসভ্য' বলে সাম্রাজ্য কায়েম করতে চেয়েছিল, ভারতীয়রা তখন সম্রাট অশোক, আকবর, আর্ঘভট্টের ইতিহাস তুলে ধরে নিজেদের সভ্যতা প্রমাণ করেছিল। এই পালটা যুক্তি ইতিহাস থেকেই নেওয়া হয়।
- **তর্ক-বিতর্কের জন্ম:** ইতিহাসের সাক্ষ্য হাজির করে নিজের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক করা যায়। এই তর্ক-বিতর্ক হয় বলেই ইতিহাস পড়াটা মজার হয়।
- **আত্মীয়তা চেনা:** নিজের ফেলে আসা আত্মীয়তাকে (যেমন স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো) নতুন করে চিনে নেওয়ার জন্যই ইতিহাস পড়তে হয়।

৩.২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখে ভারতবর্ষের ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।

- **সমস্যা:** তিনি বলেন, ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি তা হলো “ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র”।
- এই ইতিহাসে ভারতবাসী কোথায়? এতে কেবল যারা কাটাকাটি খুনোখুনি করেছে, তারাই আছে।
- **দেশকে আচ্ছন্ন করা:** বিদেশী ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাসে ধুলির ঝড়ের কথাই পাই, ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না। এই ইতিহাস স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকে আবৃত করে রাখে।
- **মূল কথা:** “ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়”।

৩.৩ গোয়েন্দা হিসাবে ঐতিহাসিক

- **ইতিহাসের গোয়েন্দা:** ঐতিহাসিকও একজন গোয়েন্দার মতো।
- **পদ্ধতি:** গল্পের গোয়েন্দা যেমন টুকরো টুকরো সূত্র (Clue/সূ) খুঁজে বের করে এবং যুক্তি দিয়ে সেগুলির ঠিক-ভুল বিচার করেন, তেমনি ঐতিহাসিকও টুকরো টুকরো সূত্র খোঁজেন, যুক্তি দিয়ে বিচার করেন এবং সাজিয়ে অতীতের ছবি তৈরি করেন।
- যেখানে সূত্রের টুকরো পাওয়া যায় না, সেখানে ফাঁক থেকে যায়।

৩.৪ নাম-ধাম ও সংখ্যা ব্যবহারের সমস্যা

- **জটিল নাম:** গঙ্গাইকোণ্ডোল বা ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজি-র মতো বড় নাম-উপাধি মনে রাখা কঠিন, কিন্তু সেই সময়ের চলন হিসাবে এগুলি বদলানোর উপায় নেই।
- **সংখ্যায় নাম ঢেকে যাওয়া:** অনেক ইতিহাসে সিধু-কানহু বা মহাত্মা গান্ধীর নাম থাকে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আন্দোলন করা অসংখ্য সাধারণ মানুষের নাম বিশেষ জানা যায় না। তাদের শুধু হাজার হাজার মানুষ বা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়।

বিভাগ ৪: ইতিহাস রচনার উপাদান ও তার ব্যবহার (Sources of History and its Usage)



/bengaliainone



BAIO-Learn Together



bengaliainone.com



/bengaliainone

8.1 ইতিহাস রচনার উৎসসমূহ (Primary & Secondary Sources)

- **প্রাথমিক উৎস (Primary Sources):** ঘটনার সমসাময়িক বা প্রত্যক্ষদর্শী দ্বারা সৃষ্ট উপাদান। যেমন— সমসাময়িক আত্মজীবনী (জ্যোতিরাও ফুলের 'শুলামগিরি' বা তারাবাই শিন্ডের 'স্ত্রীপুরুষতুলনা'), শিলালিপি, মুদ্রা, এবং পাণ্ডুলিপি।
- **গৌণ উৎস (Secondary Sources):** প্রাথমিক উৎসের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে রচিত বই বা গবেষণা। যেমন— সি.এ. বেইলির 'An Illustrated History of Modern India', বিশ্বকোষ (Encyclopedia), এবং ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারি (Historical Documentary)।

8.2 ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান (Major Elements of History)

- **পাণ্ডুলিপি (Manuscripts):** প্রাচীনকালে কাগজ না থাকায় পাম পাতা বা ভূর্জ গাছের ছালের (Birch bark) ওপর লেখা হতো। ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি ভূর্জ ছালে লেখা হয়েছিল যা কাশ্মীরে (Kashmir) পাওয়া যায়।
- **লিপি ও মুদ্রা (Inscriptions & Coins):** লিপি পাঠের বিদ্যাকে এপিগ্রাফি (Epigraphy) এবং মুদ্রা সম্পর্কিত বিদ্যাকে নিউমিসম্যাটিকস (Numismatics) বলা হয়।
- **মহাকাব্য (Epics):** প্রাচীনকালের বীর পুরুষ ও নারীদের বীরত্বগাথা এবং দেবতাদের গল্প সম্বলিত দীর্ঘ রচনাগুলিকে মহাকাব্য বলা হয় (যেমন: রামায়ণ ও মহাভারত)।
- **অন্যান্য উপাদান:** প্রশাসনিক নথিপত্র, বই, ডায়েরি, চিঠি, জমি বিক্রির দলিল, রোজকার বাজারের ফর্দ। ছবি, মানচিত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র। আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হলো গাছ গাছালি। (প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মিনিয়চার পেইন্টিং বা অণুচিত্র (Miniature Paintings) ব্যবহার করা ভুল কারণ এটি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য)।

পুরোনো দিনের যেসব জিনিস আজও রয়ে গেছে, সেগুলিই অতীতের কথা জানতে সাহায্য করে।

প্রাচীন উপাদান	আধুনিক উপাদান	উপাদানের বৈচিত্র্য
পুরোনো ঘর-বাড়ি, মন্দির-মসজিদ, মূর্তি, টাকা-পয়সা, আঁকা ছবি, বইপত্র।	প্রশাসনিক কাগজপত্র, বই, ডায়েরি, চিঠি, জমি বিক্রির দলিল, রোজকার বাজারের ফর্দ।	ছবি, মানচিত্র, পোস্টার, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র। আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হলো ডাক টিকিট।

8.3 উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকদের সতর্কতা ঐতিহাসিকদের টুকরো উপাদান দিয়ে ইতিহাসের ফাঁক ভরাট করার সময় সাবধান থাকতে হয়। লেখক মূলত কী লিখেছিলেন তা অনুমান করার জন্য ঐতিহাসিকদের একই পাঠ্যের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংস্করণ (Manuscript versions) পড়তে হয়।

- **ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি:** আত্মজীবনী বা জীবনীর মতো উপাদান থেকে তথ্য নেওয়ার সময় ঐতিহাসিককে বিচার করতে হয়, কারণ লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছু ব্যাখ্যা করেন। ঐতিহাসিক সেই ব্যাখ্যা পুরোপুরি মেনে নিলে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন।
- **ফোটোগ্রাফ:** ক্যামেরায় তোলা ছবিও সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক নয়। যিনি ছবি তুলছেন, তাঁর দেখার ওপর ক্যামেরার দেখা নির্ভর করে।
- **প্রশাসনিক নথি:** ব্রিটিশ সরকারের নথিপত্রে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ-আন্দোলন প্রায়শই 'হাঙ্গামা' বা 'উৎপাত' বলে ধরা পড়েছে। অথচ একই ঘটনা ঔপনিবেশিক শক্তি-বিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখলে তিতুমির, বিরসা মুন্ডা, সিধু-কানহু স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে বিবেচিত হন।

8.4 ইতিহাসের যুগবিভাজন ও ইতিহাসচর্চার অন্যান্য ধারা (Periodization & Other Trends)

- **জেমস মিলের যুগবিভাজন:** ১৮১৭ সালে স্কটিশ অর্থনীতিবিদ জেমস মিল তাঁর 'A History of British India' গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে ধর্মীয় ভিত্তিতে— হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ এবং ব্রিটিশ যুগে ভাগ করেন। এটি সাম্প্রদায়িক ও অবৈজ্ঞানিক হওয়ায় সমালোচিত হয়।
- **নিম্নবর্ণের ইতিহাসচর্চা (Subaltern Historiography):** ভারতের ইতিহাসে রাজা-মহারাজার বদলে কৃষক ও শ্রমিকদের ইতিহাস তুলে ধরেন ঐতিহাসিক রণজিত গুহ (Ranajit Guha) (১৯৮৩)। 'Subaltern' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আন্তোনিও গ্রামসি (Antonio Gramsci)।

৪.৫ শব্দার্থের পরিবর্তন

সময় আর জায়গা আলাদা হয়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে কথার মানে বদলে যায়।

- ‘বিদেশি’: আজকাল ভারতের বাইরে অন্য দেশের লোক বোঝালেও, সুলতানি বা মুঘল যুগে গ্রাম বা শহরের বাইরে থেকে আসা যে কোনো লোককেই ‘বিদেশি’, ‘পরদেশি’ বা ‘অজনবি’ বোঝাত।
- ‘দেশ’: ‘দেশ’ বলতে অনেকে তাঁদের আদি বাড়ি বোঝেন (যেমন: ‘তাঁর দেশ বর্ধমান’)

বিভাগ ৫: ইতিহাসের কালবিভাজন ও সাম্রাজ্যবাদী ধারণা

৫.১ ইতিহাসের যুগ বিভাগ

ঐতিহাসিকরা লম্বা সময়কালকে ‘যুগ’ দিয়ে আলাদা করেন। সাধারণভাবে ‘প্রাচীন’, ‘মধ্য’ ও ‘আধুনিক’—এই তিন যুগে ভাগ করা হয়।

- বিভাগের ভিত্তি: এই যুগ ভাগ হয় মানুষের জীবনযাপন, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, দেশশাসন ইত্যাদির বিশেষ দিকগুলির তফাত থেকে। কোনো বদলই রাতারাতি ঘটেনি।
- মধ্যযুগের স্বরূপ: আগে অনেকে মধ্যযুগকে ‘অন্ধকারে ডুবে যাওয়া’ যুগ বলতেন। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই ধারণা মানেন না। তখন জীবনের নানান দিকে অনেক কিছুরই উন্নতি হয়েছিল (নতুন যন্ত্র, আলু, ধর্মভাবনা, সাহিত্য)।

৫.২ ভারতে ইতিহাসের যুগ বিভাগের সমস্যা

জেমস মিলের ভাগ (১৮১৭)	প্রচলিত ভাগ	সমস্যা
হিন্দু যুগ	প্রাচীন	শাসকের ধর্মের নামে ভাগ করা হয়েছে।
মুসলিম যুগ	মধ্য	জেমস মিল একে ‘অন্ধকারময়’ যুগ বলেছিলেন।
ব্রিটিশ যুগ	আধুনিক	এটি জাতিগত নামে ভাগ, ধর্মের (খ্রিস্টান) নামে নয়।

- রবীন্দ্রনাথের মত: সব দেশের ইতিহাস এক হতে পারে না। ভারতের ইতিহাস ইংল্যান্ডের ইতিহাসের থেকে আলাদা।
- অযৌক্তিকতার উদাহরণ: ঔরঙ্গজেব (মৃত্যু ১৭০৭) মধ্যযুগে এবং পলাশির যুদ্ধ (১৭৫৭) আধুনিক পর্বে ফেলা হয়। অথচ ব্রিটিশরা প্রথম দিকে মুঘল প্রশাসনিক ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিল।
- অতিসরলীকরণ: নারীর শাসন ক্ষমতার নিরিখে বিচার করলে সুলতান রাজিয়াকে শুধু আগে জন্মেছেন বলে মধ্যযুগের বৃত্তে ফেলা অতিসরলীকরণ।
- বর্তমান থেকে দূরত্ব: ইতিহাসের সময় যত দূরের হয়, ইতিহাসের বিষয় নিয়ে বাদ-বিতর্কের চরিত্র ততই বদলায়। (যেমন কলিঙ্গ যুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক তত প্রাসঙ্গিক নয়, যতটা ১৯৪৭ সালের দেশভাগ নিয়ে বিতর্ক)।

৫.৩ ভৌগোলিক নামগুলির ইতিহাস

উপমহাদেশের তিনটি নাম বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন অর্থ বহন করেছে:

নাম	প্রথম ব্যবহারকারী/সময়কাল	অর্থ (সময়ভেদে)
ইন্ডিয়া	খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ-৫ম শতকে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস।	মূলত সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ এলাকাকে বোঝাত। পরবর্তীকালে গ্রিকরা উপমহাদেশকেই বোঝায়।
হিন্দুস্তান	২৬২ খ্রিস্টাব্দে খোদিত ইরানের সাসানীয় শাসকের একটি শিলালেখতে।	প্রথমে সিন্ধু নদী সংলগ্ন অঞ্চলকে বোঝাত। দশম শতকের শেষভাগে ‘হুদুদ অল্ আলম’ গ্রন্থে সমগ্র ভারতকে বোঝানো হয়েছে।
হিন্দুস	পারসিক লেখা থেকে উদ্ভূত। ইরানি ভাষায় ‘স’-এর উচ্চারণ ‘হ’ হওয়ায় সিন্ধু বিধৌত অঞ্চলগুলি এই নামে পরিচিত হয়।	---

৫.৪ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ

ইতিহাসের বিশ্লেষণ ও দেখার ভঙ্গির সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্বার্থ বা উপনিবেশ বিস্তারের আগ্রহ জড়িত থাকে।

- সাম্রাজ্যবাদ: একটি শক্তিশালী দেশ বা রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য দুর্বল দেশ বা রাষ্ট্রের উপর প্রভুত্ব কায়েম করে তাকে দখলে আনার প্রক্রিয়া।

- দুর্বলের ইতিহাস খুঁজতে গেলে জেমস মিলের মতো পরিস্থিতি হয়, যেখানে দুর্বলকে 'অসভ্য' বলে তার ইতিহাস নেই ধরে নেওয়া হয়।
- **উপনিবেশবাদ:** একটি অঞ্চলের জনগণ ও সম্পদকে অন্য একটি অঞ্চলের স্বার্থে ব্যবহার করা।
 - যেমন বাংলায় নীল চাষ করা হতো ইংল্যান্ডের কাপড় কলে নীলের চাহিদা মাথায় রেখে, ফলে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত।

বিভাগ ৬: উপসংহার (সামগ্রিক ইতিহাস)

- **গতিশীলতা:** ইতিহাসের স্বরূপ, লক্ষ্য, আদর্শ দ্রুত পরিবর্তনশীল ও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতিহাস হলো "It is a movement in time" (সময়সীমার মধ্যে একটি আন্দোলন), যা নিয়ত প্রবহমান ও গতিশীল।
- **সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা:** ইতিহাসে কল্পনার কোনো স্থান নেই, নেই কবির মতো ভাবাবেগের স্থান। ইতিহাস নির্মোহ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যকেই প্রকাশ করে।
- **পদ্ধতি:** ইতিহাস বিজ্ঞানের মতোই প্রশ্ন করে—কী? কেন? এবং কীভাবে? তারপর যুক্তি, বোধ, বাস্তবতার প্রয়োগে রচিত হয়।
- **সামগ্রিক ইতিহাস (Total History):** আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণের মতে, ইতিহাস বলতে বোঝায় 'total history' বা সামগ্রিক ইতিহাস। এতে মানুষের সার্বিক ক্রিয়াকলাপ ও তার সমাজের পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- **সংস্কৃতি:** মানব সমাজ ও সভ্যতার অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সংস্কৃতির (culture) কথা বিশেষভাবে এসেছে। সংস্কৃতির সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক নিবিড়।

বিবিধ

ক্রোচে এবং অন্যান্য মনোময় (Subjectivist) ঐতিহাসিকদের মতবাদ:

বিশিষ্ট ইতালীয় দার্শনিক **বেনেদেত্তো ক্রোচে**-এর মতবাদ স্পষ্টভাবে যুক্ত করা হয়েছে।

- ক্রোচে ঘোষণা করেছিলেন, "All history is 'contemporary history'"।
- তাঁর মতে, ইতিহাস হলো বর্তমানের চোখ দিয়ে অতীতের সমস্যাকে দেখা।
- ঐতিহাসিকের আসল কাজ নথিকরণ নয়, বরং **মূল্যায়ন**।
- ঐতিহাসিকের চেতনায়, ধ্যানধারণায় ও মননে অতীত পুনঃসৃষ্টি হয় এবং এই কারণেই ইতিহাস রচনা নানা ধরনের হতে বাধ্য।

এছাড়াও, একই ঘরানার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিকদের বক্তব্যও যুক্ত হয়েছে:

- **কার্ল বেকার:** তাঁর মতে, ঐতিহাসিকের জন্য ইতিহাসের কোনো তথ্য থাকে না যতক্ষণ না তিনি তা সৃষ্টি করেন।
- **মাইকেল ওকশট:** তিনি মনে করেন ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের নিজস্ব **অভিজ্ঞতা-প্রসূত** বিষয় এবং এটি কেবল ঐতিহাসিক দ্বারাই 'তৈরি' হয়।
- **আর.জি. কলিংউড:** তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, "History is the revival and reenactment of the past experience in the mind of the historian" (ইতিহাস হলো ঐতিহাসিকের মননে অতীত ঘটনার বা অভিজ্ঞতার পুনরুজ্জীবন ও পুনরাভিনয়)।

সংক্ষেপে সব তথ্য একনজরে:

ক্ষেত্র	সংক্ষিপ্ত
সংজ্ঞা ও উৎপত্তি	লাতিন শব্দ 'Histor' অর্থাৎ জ্ঞান এবং গ্রিক শব্দ 'Historia' অর্থাৎ 'সমস্ত অনুসন্ধান'। ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে জটিলতা এবং "To define history definitely or accurately is a preposterous proposition" মন্তব্যটি।



শিক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গি	ডায়োনিসিয়াস: “History is philosophy drawn from examples”। ফ্রান্সিস বেকন: “History is a discipline which makes man wise” (অর্থাৎ সংযম বা পরিমিতিবোধের জ্ঞান)।
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি	ভলতেয়ার: “History is just the portrayal of crimes and fortunes”। জেমস জেয়েস: “History is a nightmare”।
জ্ঞানদীপ্তির যুগ	ধর্মভিত্তিক ইতিহাসচর্চার বদলে ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসচর্চা বিকশিত হওয়া।
বস্তুগত (Objectivist) দৃষ্টিভঙ্গি	জার্মান ঐতিহাসিক র্যাক্কে: ঐতিহাসিকের কর্তব্য হলো, ‘আসলে কি রকম ছিল ঠিক তা-ই দেখানো’ এবং “The strict presentation of facts is the supreme law of historical writing”।
E.H. Carr-এর সমন্বয়	ঐতিহাসিক ও তথ্যের সম্পর্কে সমতার সম্পর্ক, লেনদেনের সম্পর্ক এবং অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ‘unending dialogue’ হিসাবে বর্ণনা করা।
উপাদান ও পদ্ধতি	আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হলো ডাক টিকিট। আত্মজীবনী ও প্রশাসনিক নথি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের পর্যবেক্ষণ ও বিচারধারা।
ভারতের ইতিহাস ও জেমস মিল	জেমস মিলের হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও ব্রিটিশ যুগ বিভাজন এবং মুসলিম যুগকে ‘অন্ধকারময়’ বলা।
রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা	ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন: নিশীথকালের দুঃস্বপ্নকাহিনী এবং স্বদেশকে আচ্ছন্ন করে রাখা।

এই টপিকটি শিক্ষার্থীদের কীভাবে পড়ানো উচিত (Teaching Method / Pedagogy)

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP 2020) এবং NCF-SE 2023-এর নির্দেশিকা অনুযায়ী, “ইতিহাস রচনার উপাদান” টপিকটি শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে পড়ানো উচিত:

- **ট্রি চার্ট ও টাইমলাইন (Tree Charts & Timelines):** কোনো নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিন্যাস (যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি) এবং ধারাবাহিকতা (Continuity) বোঝাতে শ্রেণিকক্ষে ট্রি চার্ট বা টাইমলাইন ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি।
- **প্রকল্প পদ্ধতি (Project Work):** ইতিহাস শিক্ষার্থীদের স্থানীয় জাদুঘর বা ঐতিহাসিক স্থানে নিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করাতে হবে। প্রোজেক্টের মূল্যায়ন কেবলমাত্র লিখিত প্রতিবেদন (Written Report) নয়, মৌখিক উপস্থাপনা (Oral presentation) উভয়ের মাধ্যমেই করতে হবে।
- **দেওয়াল পত্রিকা (Wall Magazine):** জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে (Public issues) শিশুদের মতামত প্রকাশের জন্য দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করতে উৎসাহিত করতে হবে।

PYQ Insights & Key Takeaways (বিগত বছরের প্রশ্নাবলি থেকে বিশেষ তথ্য)

- [PYQ Alert: CTET] উপনিবেশিক ভারতে নারী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য জ্যোতিরাও ফুলের ‘গুলামগিরি’ (Gulamgiri) এবং তারাবাই শিন্ডের ‘স্ত্রীপুরুষতুলনা’ প্রাথমিক উৎস (Primary Source) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- [PYQ Alert: CTET] অতীত সম্পর্কে জানতে ঐতিহাসিকদের একই পাঠ্যের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংস্করণ (Manuscript versions) পড়তে হয়।
- [PYQ Insights: WB TET & CTET] প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ানোর সময় মিনিয়েচার পেইন্টিং (Miniature Paintings) ব্যবহার করা ভাল।
- [PYQ Alert: CTET] একটি ঐতিহাসিক সিনেমা তৈরির গবেষণায়, একটি তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারি (Documentary) সর্বদা একটি গৌণ বা সেকেন্ডারি উৎস (Secondary Source) হিসেবে বিবেচিত হয়।
- [PYQ Insights: CTET] ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি যে **ভূর্জ ছালের (Birch bark)** ওপর লেখা হয়েছিল, তা **কাশ্মীরে (Kashmir)** পাওয়া গিয়েছিল।





৪/ ইতিহাসের ধারণা

©BAIO - Learn Together

- [PYQ Alert: CTET] সি.এ. বেইলির 'অ্যান ইন্সট্রুটেড হিস্ট্রি অফ মডার্ন ইন্ডিয়া' হলো একটি মাধ্যমিক বা গৌণ উৎসের (Secondary Source) উদাহরণ।
- [PYQ Insights: JHTET] ইতিহাসের পাঠ্যবইগুলোর প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 'অন্যত্র' (Elsewhere) নামে একটি বক্স থাকে, যার উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ঘটে চলা সমসাময়িক ঘটনাগুলোর সাথে একে অপরের সম্পর্ক স্থাপন করা।

MCQ & PYQ Practice (বিগত বছরের প্রশ্নাবলি)

প্রশ্ন ১: আপনি যদি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়াতে শুরু করেন, তবে নিচের কোন উৎসটি ব্যবহার করা ভুল হবে? (CTET Paper-II)

- (A) গুহাচিত্র (Cave Paintings)
- (B) শিলালিপি (Inscriptions)
- (C) মিনিয়েচার পেইন্টিং (Miniature Paintings)
- (D) পাণ্ডুলিপি (Manuscripts)

সঠিক উত্তর: (C) ব্যাখ্যা: মিনিয়েচার পেইন্টিং বা অণুচিত্র মূলত মধ্যযুগে (বিশেষত মুঘল ও রাজপুত আমলে) জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পড়ানোর জন্য এটি সঠিক উপাদান নয়।

প্রশ্ন ২: নিচের কোনটিকে 'গৌণ উৎস' বা সেকেন্ডারি সোর্স (Secondary Source) হিসেবে বিবেচনা করা হয়? (CTET Paper-II)

- (A) একটি ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র বা ডকুমেন্টারি
- (B) জ্যোতিরাও ফুলের লেখা 'গুলামগিরি'
- (C) প্রাচীনকালের একটি মুদ্রা
- (D) তারাবাই শিন্ডের 'স্বীপুরুষতুলনা'

সঠিক উত্তর: (A) ব্যাখ্যা: ঐতিহাসিক ডকুমেন্টারি এবং বিশ্বকোষ (Encyclopedia) হলো গৌণ উৎস। অন্যদিকে সমসাময়িক গ্রন্থ, আত্মজীবনী এবং মুদ্রা হলো প্রাথমিক উৎস।

প্রশ্ন ৩: ভূর্জ ছাল (Birch bark) যেখানে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলি লেখা হয়েছিল, তা কোথায় পাওয়া গিয়েছিল? (CTET 2023)

- (A) বাংলা
- (B) রাজস্থান
- (C) কাশ্মীর
- (D) মহারাষ্ট্র

সঠিক উত্তর: (C) ব্যাখ্যা: প্রাচীনকালে পাণ্ডুলিপি লেখার জন্য পাম পাতা বা ভূর্জ গাছের ছাল ব্যবহৃত হতো। ভূর্জ গাছ মূলত হিমালয় অঞ্চলে, বিশেষত কাশ্মীরে জন্মায়।

প্রশ্ন ৪: জেমস মিল তাঁর 'A History of British India' গ্রন্থে ভারতের ইতিহাসকে কোন তিনটি যুগে ভাগ করেছিলেন? (CTET Paper-II)

- (A) প্রাচীন, মধ্য, এবং আধুনিক যুগ
- (B) হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, এবং ব্রিটিশ যুগ
- (C) বৈদিক যুগ, গুপ্ত যুগ, এবং মুঘল যুগ
- (D) প্রস্তর যুগ, তাম্র যুগ, এবং লৌহ যুগ

সঠিক উত্তর: (B) ব্যাখ্যা: জেমস মিল ১৮১৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে ইতিহাসকে হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ যুগে ভাগ করেছিলেন, যা আধুনিক ঐতিহাসিকদের দ্বারা সাম্প্রদায়িক ও অবৈজ্ঞানিক হিসেবে সমালোচিত।

প্রশ্ন ৫: বীর পুরুষ ও নারীদের বীরত্বগাথা এবং দেবতাদের গল্প সম্বলিত দীর্ঘ রচনাগুলিকে কী বলা হয়? (CTET 2023)

- (A) ঐতিহাসিক পাঠ্য
- (B) মহাকাব্য (Epics)
- (C) আখ্যান



/bengaliainone



BAIO-Learn Together



bengaliainone.com



/bengaliainone



(D) গ্রন্থপঞ্জি

সঠিক উত্তর: (B) ব্যাখ্যা: প্রাচীনকালের বীরদের কীর্তি এবং দেবতাদের কাহিনি নিয়ে রচিত দীর্ঘ কবিতাকে মহাকাব্য বা Epics বলা হয় (যেমন রামায়ণ ও মহাভারত)।

প্রশ্ন ৬: নিচের কোন বিষয়টি পড়ানোর জন্য একটি 'ট্রি চার্ট' (Tree chart) সবচেয়ে ভালো হবে? (CTET Paper-II / JHTET)

(A) একজন শাসকের রাজত্বকালের সারসংক্ষেপ দিতে।

(B) কোনো নির্দিষ্ট যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিন্যাস (যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি) দেখাতে।

(C) আধুনিক ইতিহাস পড়াতে।

(D) বয়স, লিঙ্গ বন্টন দেখাতে।

সঠিক উত্তর: (B) ব্যাখ্যা: ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও ঘটনাপ্রবাহের ক্রমবিন্যাস (Chronology) পড়ানোর জন্য ট্রি চার্ট বা টাইমলাইন সবচেয়ে কার্যকরী।

প্রশ্ন ৭: একটি প্রজেক্ট কাজে (Project Work) শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে: (CTET Paper-II)

(A) কেবল মৌখিক উপস্থাপনা (Oral presentation) দ্বারা

(B) কেবল লিখিত প্রতিবেদন (Written report) দ্বারা

(C) উভয় (A) এবং (B) দ্বারা

(D) (A) বা (B) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (C) ব্যাখ্যা: ইতিহাস পেডাগজি অনুসারে, প্রজেক্ট মেথডে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য লিখিত প্রতিবেদন এবং মৌখিক উপস্থাপনা—উভয় মাধ্যমেই মূল্যায়ন করা উচিত।

প্রশ্ন ৮: জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে (Public issues) শিশুদের তাদের মতামত প্রকাশের জন্য নিচের কোনটি বেশি উপযুক্ত হবে? (JHTET 2012)

(A) স্ক্রাপবুক (Scrapbook)

(B) চার্ট (Chart)

(C) দেওয়াল পত্রিকা (Wall magazine)

(D) ফ্ল্যাশ কার্ড (Flash Card)

সঠিক উত্তর: (C) ব্যাখ্যা: সামাজিক বিজ্ঞানের ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কোনো সামাজিক বা জনস্বার্থ বিষয়ে নিজস্ব মতামত তুলে ধরার জন্য শ্রেণিকক্ষের দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মাধ্যম।

©BAIO – Learn Together

Follow Us/ Contact



BAIO - Learn Together



9123669664

WhatsApp Group Link

☀️ *Welcome to BAIO - Learn Together* ☀️

📌 আমাদের স্টাডি গ্রুপ লিঙ্কসমূহ:*

* ♦ Paychayat Group Link - <https://chat.whatsapp.com/KXQYtKBMTe71lGkJOWPNj0>* * ♦ TET, CTET & JHTET Group Link - <https://chat.whatsapp.com/GHnoLWUf4jEDgP0jG9rcjd>* ♦ NET-SET Group Link - <https://chat.whatsapp.com/G9Khx5692JXGbXimikTqBp>* ♦ SLST Group Link - <https://chat.whatsapp.com/BE637HUEvcaKpmVNQPX50L>* ♦ PSC Group Link - <https://chat.whatsapp.com/J6JODH0SzBcIkVGEBCUYgr>👉 BAIO App Link - <https://bit.ly/30IGDgR>

/bengaliainone



BAIO-Learn Together



bengaliainone.com



/bengaliainone